প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ...

শিক্ষকের ৮৫ পদের ৪৫টি শূন্য, সব ছাত্রাবাস বন্ধ

খুলনা অফিস ●

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষক-সংকটের কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকের ৮৫টি পদের মধ্যে ৪৫টি শূন্য। তিন হাজার শিক্ষার্থীর এই প্রতিষ্ঠানে চারটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস থাকলেও সেগুলো বন্ধ আছে। ফলে এসব ছাত্রাবাস শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে আসছে না।

ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৩ সালে চারটি বিষয় নিয়ে ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু। ২০০৩ সালে কম্পিউটার ও ২০০৬ সালে ইলেকট্রিক্যাল, আইসিটি, পরিবেশ বিষয় চালু করা হয়। কিন্তু শিক্ষক-সংকটের কারণে অতিথি শিক্ষক দিয়েও এখানে পাঠদান করতে হচ্ছে। পরিবেশ বিভাগে শিক্ষকের সাতটি পদের সবগুলো শূন্য। সিভিল বিষয়ে ১৬ জন শিক্ষকের মধ্যে নয়জন, ইলেকট্রনিকস বিভাগে ১৩ জনের মধ্যে নয়জন, মেকানিক্যাল বিভাগে ১৬ জনের মধ্যে আটজন, কম্পিউটারে সাতজনের মধ্যে তিনজন, ইলেকট্রিক্যালে সাতজনের মধ্যে দুজন ও আইসিটি বিভাগে সাতজনের মধ্যে একজন আর এস বিষয়ে ১২ জনের মধ্যে আটজন শিক্ষক আছেন।

ইনস্টিটিউটের চারতলাবিশিষ্ট চারটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস তিন বছর ধরে বন্ধ। শিক্ষার্থীদের পরিবহনে একটি বাস থাকলেও সেটি তিন বছর ধরে চালু নেই। শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষ বাস, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নানা অজুহাতে বন্ধ করে রেখেছে। এ কারণে তাঁদের বাইরে থাকতে হচ্ছে। এতে তাঁদের অতিরিক্ত টাকা খরচ হচ্ছে। শিক্ষক-সংকটের কারণে ইনস্টিটিউট থেকে সদ্য পাস করা শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাঁদের পাঠদান করানো হয়।

খুলনা পলিটেকনিক

সিভিল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাফিউজ্জামান বলেন, শিক্ষকেরা বলেন বাসে চড়া নিয়ে মারামারি হয় হয় তাই বাস বন্ধ।

মেকানিক্যাল তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমাদের চারটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকেরা ইচ্ছামতো এটি বন্ধ করে রেখেছেন।

ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অনিমেষ পাল বলেন, জনবল-সংকট আমাদের একটি বড় সমস্যা। কীভাবে জনবল বাড়ানো যায়, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিনি বলেন, ছাত্রাবাস দখল নিয়ে প্রায়ই মারামারি হতো। তাই ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ছাত্রাবাসগুলোর অবকাঠামো ভালো না থাকায় এগুলো চালু করা হচ্ছে না। বাসটির অবকাঠামোও ভালো নয় বলে তিনি জানান।